কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র্যভাবে করিবার ক্ষমতা নাই, আর পরমেশ্বর অন্য কাহারও কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিজ স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করিবার ক্ষমতাযুক্ত ; এই অসাধারণ ধর্মে জীব ও ঈশ্বরের সামর্থ্যগত বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে। শ্লোকস্থ "তং সত্য আনন্দনিধিং" — এইবাক্যে পরমেশ্বরের সত্য এবং আনন্দনিধি, এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীনারায়ণের পরমপুরুষার্থতা অর্থাৎ পরম প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে। যেহেতু জীবমাত্রের মুখ্য প্রয়োজন অবিনাশী পরম আনন্দ॥ ২।১। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন—২৪—২৬ ॥

এইরূপ উল্লেখের পর দ্বিতীয় অধ্যায়েও পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারেই বলিয়াছেন —যতদিন পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মাদি যাঁহার অধীন, সেই বিশ্বেশ্বর 'সর্ব্বদ্রষ্টৃ শ্রীভগবানে' ভক্তিযোগের আবির্ভাব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানের পর সংযতচিত্তে শ্রীভগবানের বিরাট্‌রূপ স্মরণ করিবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৭॥

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি নতু দৃশ্যে চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ, কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুজমিত্যাদিনোক্তসাধন-লক্ষণাভিনিবেশঃ। ক্রিয়াবসানে আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্ম্মাপি ভক্তিযোগপর্য্যন্তমিত্যুক্তম্। অনন্তরঞ্চ, স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরি-ত্যাদিনা, যদি প্রযাস্যন্নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়মানামৃত যদ্বিহারমিত্যাদিনা চ, ক্রমেণ সদ্যোমুক্তিক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞানযোগাবুক্ত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতু ভগবদর্পিতকর্ম্মণঃ এবোক্ত্বা সাক্ষাৎ ভক্তিযোগস্য কৈমুত্যমেবানীতং। যথা —

"নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিলতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ" ॥ ২৮ ॥

শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা, যথা—"পরাবরে" পরব্রহ্ম প্রভৃতি অবর কনিষ্ঠ যাহা হইতে তিনি পরাবর। বিশ্বেশ্বরে—যিনি সকলেরই আরাধ্য। দ্রষ্টরি—তিনি চৈতন্যঘন অর্থাৎ চৈতন্যবিগ্রহ বলিয়া সকলের দ্রষ্টা, কিন্তু দৃশ্য নহেন। এবম্ভূত শ্রীভগবানে "ভক্তিযোগঃ"—পূর্ব্বে বর্ণিত কেহ কেহ নিজের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাদেশমাত্র যে পুরুষটী বাস করিতেছেন, সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্মধারী শ্রীনারায়ণকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ সাধনে অভিনিবেশ। "ক্রিয়াবসানে"—আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানের পর। এইরূপ উল্লেখ করিয়া ভক্তিযোগ যতদিন পর্য্যন্ত লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মও করিতে হইবে; ভক্তিযোগ লাভের পর আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না—ইহাও বলা হইল। অনন্তর ২।২।১৫ শ্লোকে সেই যোগীপুরুষ নিজের দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে,